Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-III, published on July 2021, Page No. 1 –10
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

মগরাহাট অঞ্চলের ধাঁধা ও প্রবাদ

প্রণতি ঘোষ
এম,ফিল, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল- pronatighosh7@gmail.com

Keyword
লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, ধাঁধা, দেবতা, প্রবাদ, দেবদেবী

লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি লোকমনের ফসল। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্তর্লোকে লোকসংস্কৃতির একটি ধারা বহমান থাকে। লোকজীবনের ধর্ম, রীতি-নীতি, লোকাচার, লোকউৎসব, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, ভাষা ব্যবহারগত নানা দিক, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি বিষয়গুলি সমৃদ্ধ করে তোলে এক একটি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি কে। জগতে বসবাসকারী মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে এই সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

সংস্কৃতি মানবজীবনের শিল্পীত রূপ হলেও দেশ, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বতন্ত্র এর পরিচয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি থাকে এবং সেই সংস্কৃতির নিজস্ব উপাদান গুলিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে চলে সেই অঞ্চলের মানুষ।

'ধাঁধা' বাংলা লোকসাহিত্যের তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যা টিকে থাকে মৌখিক পরম্পরায় এবং প্রজন্ম পরম্পরায়। মানুষের মন যখন প্রকৃতি ও বাস্তবের সংস্পর্শে এসে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল তখন মনের মধ্যেকার নানা প্রশ্নোত্তর একে অন্যের কাছে প্রকাশ করার মধ্যে দিয়েই উৎপত্তি হয়েছিল ধাঁধার। প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার উপর নির্ভর করেই জন্ম হয় লৌকিক ধাঁধার। প্রশ্নকর্তা আমাদের অতিপরিচিত জিনিসগুলি কে নিয়ে হেঁয়ালিপূর্ণ শব্দ দিয়ে কখনও ছন্দে মিলিয়ে ছড়ার আকারে সেই জিনিসটির সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। আবার কখনও বা অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য এনে প্রশ্ন করেন। উত্তরদাতা কে নিজের বুদ্ধির দ্বারা এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হয়। এভাবেই বিকাশ ঘটে লৌকিক ধাঁধার।

আদিম সমাজে ধাঁধার ব্যবহার ছিল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুষঙ্গে। বিবাহ আচার, স্ত্রীআচারের সঙ্গে ধাঁধার সম্বন্ধ ছিল ওতপ্রোত। এছাড়াও গাজন উৎসবে, পাঁচালি গানের গায়ক শ্রোতাদেরকে একটু মজা দেওয়ার জন্য শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিতেন ধাঁধার বান। মূলত বুদ্ধির পরীক্ষা ও নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ধাঁধা ব্যবহৃত হলেও ধর্মীয় আচারের সঙ্গেও ধাঁধার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় চর্যাপদ, রামায়ন, মহাভারত, নাথসাহিত্য, বৌদ্ধজাতক এমনকি বাইবেলেও ধাঁধার নিদর্শন দেখে।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে বদলেছে মানুষের সামাজিক, ব্যবহারিক রীতি-নীতি। এই বদলের পথেই লুপ্ত হয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে বয়ে নিয়ে আসা বহু লোক-উপাদান। লোক-উপাদানের সেই লুপ্তির পথের

অন্যতম এক উপাদান হল 'ধাঁধা'। অথচ একসময় ধাঁধার উত্তরের উপর মানুষের জীবন মরণ ও নির্ভর করত। রাজদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির কেবলমাত্র ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়ে মুক্তি পাওয়ার কিংবা শাস্তি লাঘব হওয়ার বহু গল্পের সন্ধান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের সমাজেও এই ধাঁধা প্রয়োগের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিবাহবাসরে বা বাড়িতে নতুন জামাই এলে শাশুড়ি, শ্যালিকা, শ্যালক এমনকি শ্বশুরকেও জামাই ও তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নিছক মজার ছলে ধাঁধা প্রয়োগ করতে দেখা যেত। কিন্তু বিবর্তনের পথে ধাঁধা ক্রমশই হয়ে উঠেছে শিশুমনোরঞ্জনকারী ও মেয়েমহলের বুদ্ধি যাচাই ও কৌতুক সৃষ্টির আধার। ফ্রেজারের ভাষায় "All harmonies and fitness, all his discrepancies and inconsistencies attract the notice of the children and child like men." (লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা:৪৫)। অর্থাৎ ধাঁধা একইসঙ্গে বিস্ময়ের আধার সেই সঙ্গে শিশুমনের যুক্তিবাদিতার অভিব্যক্তি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে খুব সামান্য ভাবে হলেও লোকসাহিত্যের এই সমস্ত ধারার প্রচলন আজও রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের লোকসমাজে মূলত কিশোরী, যুবতী ও বৃদ্ধা মহিলারা লৌকিক ধাঁধার খেলায় অংশগ্রহণ করেন। মগরাহাট অঞ্চলের এই নিজস্ব সংস্কৃতি ও তার উপাদান হিসাবে ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনের বহু বিচিত্র দিক মগরাহাট অঞ্চলের নারীর ভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে এসেছে। মগরাহাট অঞ্চলের ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত এইরকম কিছু ধাঁধার নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হল-

"রাজার ব্যাটা মহাবীর
ঘুন্নিপাকে মারে তীর"। উত্তর: বোল্লা (বলতা/বোলতা)
"একটা গাছের দুটো ফল
মারলে ঠোনা পড়ে জল"। উত্তর: নাক ও চোখ।
"ঠেলে দিলে বেড়ে যায়
টেনে নিলে কমে যায়।" উত্তর : ছাতা
"গাড়ি চড়ে হাটে যায়
জ্বলে পুড়ে জীবন যায়। উত্তর: মাটির হাঁড়ি।

এই ধাঁধাগুলিকে আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে বেশ কিছু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

প্রানীসংক্রান্ত লৌকিক ধাঁধা-

"জলে স্থলে একটা ঘর
জানালা নেই দ্বারই সব
যদি মাথায় বাজ পড়ে
তবু সে না ত্বরা করে"। উত্তর: শামুক।

এখানে জলে স্থলে ঘর বলতে জলে এবং স্থলে উভয় জায়গাতেই শামুকের বাস করার কথা বোঝানো হয়েছে। এবং শামুকের গতি এতই ধীরে যে তার মাথায় বাজ পড়লেও সে কখনই তাড়াতাড়ি হাঁটবে না।

"কোটি চরণ বিষের বদন
কাটলে মাথা না হয় মরণ"। উত্তর: বিছে।

এখানে কোটি চরণ বলতে বিছের আজস্র পায়ের কথা বলা হয়েছে। এবং বিছের কামড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা করে তাই তার মুখটি বিষের বদন। কিন্তু বিছের একটা বৈশিষ্ট্য হল তার মাথার দিকটা কেটে দিলেও তার বাকি শরীরে তখনও প্রান থাকে।

"কাল্কাশুন্দের জঙ্গলে কালো হরিণ চলে
দশ পেয়াদায় ধরে তারে দুই পেয়াদায় মারে"। উত্তর: উকুন

এখানে কাঙ্কাশুন্দের জঙ্গল হচ্ছে মাথার চুল। আর দশ পেয়াদা হচ্ছে হাতের দশটা আঙ্গুল। এবং উকুন ধরার পর যেহেতু দুই আঙ্গুলে তাকে মারা হয় তাই "দুই পেয়াদায় মারে।"

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা:

"একলা বাপের দুইটা ছেলে
তাদের জনম গেল না চিনে।" উত্তর: চোখ

এখানে একলা বাপ হল নাক এবং তার দুটি ছেলে হল দুই চোখ। চোখ দিয়ে সব কিছু দেখলেও এই দুই চোখই একে অপরকে দেখতে পায়না।

"শরীরের অঙ্গ সে গো
পশুদের বল
না আছে প্রান সেথা
না আছে জল"। উত্তর: নখ।

'নখ' শরীরের অঙ্গ এবং পশুদের শক্তি নখেই। কিন্তু নখে কোন অনুভূতি থাকেনা বলে বলা হয়েছে প্রান ও নেই।

বৃক্ষসংক্রান্ত ধাঁধা:

"গুন তার বলিহারি এক জনেই তিন হাঁড়ি।" উত্তর: কলাগাছ

কলাগাছের কাণ্ড (থোর), ফল, (কাঁচা এবং পাকা কলা) এবং ফুল (মোচা) সব অংশই খাওয়ার যোগ্য। তাই বলা হয়েছে সে একাই তিন হাঁড়ি অর্থাৎ তিনটি রান্নার আয়োজন করতে পারে।

ফল ও শাক-সবজি সংক্রান্ত ধাঁধা:

"কায়েস্তর এস্ত ছাড়া
পাঁঠার ছাড়া পা
লবঙ্গর বঙ্গ ছাড়া
কিনে আন গে যা।" উত্তর: কাঁঠাল।

কায়েস্ত-য়েস্ত=কা, পাঁঠা-পা=ঠা, লবঙ্গ-বঙ্গ=ল সব মিলিয়ে হল "কাঁঠাল"

" ধুমসি মাগীর বলিহারি
গতরের চোটে ভাঙে গাড়ি"। উত্তর : কুমড়ো

খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত :

"দশদিকে নাম গায় বাঙালির নামে
নারীর কাছে আসে সে মরণের কালে।" উত্তর: কাঁকড়া

বাঙালি কাঁকড়ার জাত এই অর্থে বোঝানো হয়েছে। এবং কাঁকড়ার সমস্ত বিক্রম শেষ হয়ে যায় নারীর কাছে এসে। কেননা নারীরা ঠিক তাকে কেটে রান্না করে দেয়।

"তিন অক্ষরে নাম তার অনেক লোকে খায়, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে জিনিস রাখা যায়"।
উত্তর- তামাক।

"তিন অক্ষরে নাম তার কাঁচায় পাকায় খায়,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে প্রানটা চলে যায়,
শেষের অক্ষর বাদ দিলে জাতীয় ফল হয়।" উত্তর- আমড়া।

ব্যবহারিক জিনিস সংক্রান্ত:

"এঘর থেকে ওঘরে যায়
ধপাধপ আছাড় খায়"। উত্তর: ঝাঁটা
"জিনিসটার এমনই গুণ
টাকা করে দ্বিগুণ?" উত্তর- আয়না
"কাঁচা বেলা ত্যাপত্যাপে পাকলে হয় সিঁদুর।
যে না বলতে পারে তার বাপ ধেড়ে ইদুর।" উত্তর- মাটির হাঁড়ি

এই সমস্ত বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও মগরাহাট অঞ্চলের নারীর ব্যবহারে আরও বেশ কিছু ধাঁধার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন-

"সাগর থেকে জন্ম নিয়ে আকাশে করে বাস
মায়ের কোলে ফিরে যেতে জীবন হয় নাশ।" উত্তর- মেঘ
"এক নৌকা সুপারি
গুনতে পারো ব্যাপারি"? উত্তর- আকাশের তারা।
"একটুখানি মামা, গায়ে সাদা জামা"? উত্তর- রশুন/ ডিম ইত্যাদি।
কথায় বলে "আকারে ছোট প্রকারে গভীর/তারেই কয় আসল নীড়" 'বাড়ি বা নীড়।"

ধাঁধার মতো 'প্রবাদ' ও লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মতোই ধাঁধারও বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। ঠিক কবে থেকে এবং কেমন করে প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে আদিম যুগে মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল কিংবা সেখান থেকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল সভ্যতার দিকে সেই সময় প্রকৃতি ও বাস্তবতার সংস্পর্শে মানুষ যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সেগুলিই মানুষ ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিংবা অন্য কোন গোষ্ঠীর কাছে প্রকাশ করত। এই অভিজ্ঞতালব্ধ ছোট ছোট বাক্যগুলিই কালক্রমে জন্ম দেয় প্রবাদের। বাংলার লোকসমাজে 'নীড় বা বাড়ি' নিয়ে একখানি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। "আকারে ছোট হোক প্রকারে গভীর/কুঁড়ে হোক পাকা হোক পিরীতি গড়ে আসল নীড়" 'বাড়ি বা নীড়" প্রসঙ্গে এই প্রবাদ বাক্যটিই একই সঙ্গে বাড়ি ও প্রবাদের সংজ্ঞা দিয়ে দেয়। বাড়ি ছোট হলেও বাড়ির মানুষ গুলোর ভালবাসায় বাড়ি যেমন প্রকৃত বাড়ি হয়ে ওঠে তেমনি লৌকিক প্রবাদ ও অল্প কথায় অনেক বড় ও গভীর অর্থ বহন করে।

ইংরাজি 'Proverb' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবেই বাংলায় 'প্রবাদ' শব্দটি এসেছে। এবং বহু লোকসংস্কৃতিবিদ প্রবাদের বহু সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। যেমন, একটি স্পেনীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'A proverb is a short sentence, based on long experience'. – অর্থাৎ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে যখন মানুষ স্বল্পতম বাক্যে প্রকাশ করে তখন তাই হয়ে ওঠে প্রবাদ'। (লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা:৯)। আবার একটি জার্মান সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "Proverbs are the wisdom of the ages" (লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা:৯)। অর্থাৎ প্রবাদের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা পরিবেশিত হয় তা দীর্ঘদিনের।

এই সংজ্ঞা গুলি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে লৌকিক প্রবাদের মধ্যে একদিকে যেমন আছে বহুজনের বহুদিনের জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তেমনি রয়েছে সুগভীর দার্শনিক ভাবনা। মগরাহাট অঞ্চলের নারীর ভাষা সংক্রান্ত ক্ষেত্র সমীক্ষায় এইরকম কিছু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন-

"মিস খায় তেলে জলে, ঝালে ঝোলে অম্বলে।"
"জিন যার ধরে, তার পোঁদ দে নিঃশেষ পড়ে।"
"চৈত্রের আগুন ওগো বর্ষার জল
ফাগুনের মাটি পেলে, গাছ পাবে বল।"

নারীর মুখের ভাষায় ছড়িয়ে থাকা এই সমস্ত প্রবাদগুলির শ্রেনীবিভাজন করলে ধাঁধার মতো এখানেও বেশ কিছু শ্রেণীর উদাহরন আমরা পাব। যেমন-

দেবতা কেন্দ্রিক:

মগরাহাট অঞ্চলে পূজিত দেবদেবীর সংখ্যা অজস্র। বারো মাসে তেরো পার্বণের ধূম এখানে লেগেই রয়েছে সর্বদা। তাই দৈনন্দিন জীবনে দেব দেবীকে নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য প্রবাদ। তবে এই সব প্রবাদে অনেক সময় যেমন ফুটে উঠেছে দেবতার মাহাত্ম্য তেমনি আবার অনেক সময় হয়েছেন সমালোচিত। যেমন-

ক) "যেমন ঠুঁটো জগন্নাথ তেমনি বোন সুবদদিরা" (মূল শব্দ- সুভদ্রা, এখানে লৌকিক উচ্চারণ অনুযায়ী তুলে ধরা হয়েছে।) অর্থাৎ জগন্নাথের যেমন হাত নেই এবং তিনি কোন কাজ করতে পারেন না, বোন সুভদ্রাও সেই রূপ। এখানে প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়েছে দুই ভাইবোন হাত থাকা সত্ত্বেও জগন্নাথ সুভদ্রার মতো আচরণ করে। তারাও কোন কাজ করেনা।

খ) "লঙ্কায় রাবন মলো আর বেউলা কেঁদে রাঁড় হল"। (বেহুলা)

এই প্রবাদটি দুটি ঘটনার মধ্যে যে কোন সম্পর্ক নেই সেই কথাটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ) "জন্মে করেনে ঘেঁটু পূজো একলাফে দুগ্‌গাপূজো"। কোন কাজ ছোট থেকেই শুরু করা উচিত একেবারে বড় ভাবে শুরু করতে চাইলে বিপদে পড়তে হয়।

ঘ) "দেবীর নামে হাঁস মারে আর সাঁইগুষ্ঠি আয়েশ করে"। একজনকে উদ্দেশ্য করে কোন একটা কাজ শুরু হয় কিন্তু তার ফল ভোগ করে সবাই।

ঙ) "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা"।

চ) "আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত"।

ছ) ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাপেরও সাধ্যি নেই ধরে"।

জ) "নেশায় একেবারে শিবের বাপ"।

ঝ) "একে মা মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ"। ইত্যাদি।

অপদেবতা কেন্দ্রিক:

দেবতার প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের অপদেবতা, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ও জন্ম দিয়েছে প্রবাদের। যেমন-

ক) "জিন যার ধরে, তার পোঁদ দে নিঃশেষ পড়ে"।

খ) "তিন ডাক না দিলে রাতে দিও না সাড়া

নিশি যারে ডাকে তার জীবনের নেই চাড়া।" অর্থাৎ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রাতে কেউ নাম ধরে ডাকলে তিনবার না ডাকলে সাড়া দিতে নেই। কেননা 'নিশি' নামক অপদেবতা পরিচিত ব্যক্তির গলা নকল করে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে।

গাছ কেন্দ্রিক:

ক) "বাঁশ ঝাড় বাঁশ ঝাড় ঠাকুর হয়

বাঁশ ঝাড় বাঁশ ঝাড় মড়ার খাট হয়।" অর্থাৎ যার যেমন ভাগ্য সে তেমনই ফল পায়।

খ) "অতি বাড় বেরো না ঝড়ে পড়ে যাবে

অতি ছোট হয়ও না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।" অর্থাৎ গাছ অতিরিক্ত বড় হয়ে গেলে সামান্য ঝড়ে ভেঙে পড়ে, আর ঘাস ছোট বলে তাকে ছাগলে খেয়ে নেয়। মানুষকেও তেমনই তার সীমা অনুযায়ী যথাযথ ভাবে এগোনো উচিত।

ফল কেন্দ্রিক:

ক) "ফলের মধ্যে আম দেবের মধ্যে শ্যাম
রঙের মধ্যে সাদা নারীর মধ্যে রাধা।" অর্থাৎ ফলের মধ্যে আম, দেবতার মধ্যে শ্যাম, রঙের মধ্যে সাদা এবং নারীর রাধা শ্রেষ্ঠ।

খ) "আম ফেলে আঁটি চোষে।" গুরুত্বপূর্ণ বা দামী জিনিস ছেড়ে যে কম দামী জিনিসের কদর করে।

গ) "পাকা আমের রসি খাই না খাই ঘসি।" আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ অথচ সামর্থ্য অল্প।

ঘ) "আম ফুরোলে আমসি আছে।"

ঙ) "মিষ্টি আমেই পোকা ধরে বেশি।

চ) "রথ দেখা আর কলা বেচা।"

ফুল কেন্দ্রিক:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা আমাদের কারোরই অজানা নয়। সেই সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে নানান রকম মরশুমি ফুল। এমনকি বাংলাদেশের নিছক নাম না জানা বনফুলের সৌন্দর্য ও কিছু কম নয়। তাই ফুল নিয়েও মানুষ সৃষ্টি করেছে প্রবাদ বাক্য। মগরাহাট অঞ্চলের নারীর ভাষায় প্রাপ্ত প্রবাদ বাক্যেও ফুলের ব্যবহার লক্ষনীয়-

ক) "চাঁপা ফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।"

খ) "পদ্ম পাঁকেই ফোটে।"

গ) "কাঁটা ছাড়া যেমন গোলাপ হয়না, তেমনি কলঙ্ক ছাড়া চাঁদ হয়না।"

ঘ) "গোলাপ বাগে কুকুর হাগে।"

ঙ) "মাসীমার বকুল ফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি জামাই।"

চ) "ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।" ইত্যাদি।

শাক-সবজি কেন্দ্রিক:

ক) "পান্তায় জোটেনা নুন বেগুন পোড়ায় ঘি।" গরীবের সংসারে পান্তায় নুন জোটেনা অথচ বেগুন পোড়ায় তেলের পরিবর্তে ঘি এর ব্যবহার দেখে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

খ) "বেগুন ক্ষেতে আঁকশি।"

গ) "এক হাত গাছ তার সাত হাত নাউ (লাউ)।"

ঘ) "ওড় কাজের নয়কো দড় আর নাউ কুটতে খড়ো।" দরকারি কাজ গুছিয়ে না করতে পারলে এই প্রবাদটি ব্যবহার হতে দেখা যায়।

পাখি কেন্দ্রিক:

ক) "এক ঢিলে দুই পাখি"

খ) "ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, সেই জানিবে আসল ঊষা।"

গ) "পাখি পড়ার মতো করে শেখানো।"

ঘ) "পাখির মতো খাওয়া।"

ঙ) "কাকের বাসায় কোকিলের ডিম"

চ) "কাক কোকিল একই বর্ণ কিন্তু স্বরে হয় ভিন্ন ভিন্ন।" অর্থাৎ রূপ নয় গুনটাই আসল ইত্যাদি।

মাছ কেন্দ্রিক:

ক) "মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।"
খ) "মেয়েদের প্রান, কই মাছের জান।"
গ) "মাগুর মাছের ঝোল।
ভর যুবতীর কোল
হরি হরি বোল।"
ঘ) "পুঁটিরও সাধ হয়, জাল ছিঁড়ে বের হওয়ার।" ইত্যাদি।

মাস কেন্দ্রিক:

ক) "বৈশাখের প্রথম জলে, ব্যাঙে যেন পেচ্ছাপ করে।" বৈশাখ মাসের কম বৃষ্টি বোঝাতে ব্যবহৃত প্রবাদ।
খ) "আষাঢ় মাস চাষার আশ।"
গ) "অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে, ভাগ্যবানের পৌষমাসে।"
ঘ) "কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।"
ঙ) "মাঘের শীত বাঘের গায়।"
চ) "এক মাঘে শীত যায়না।" ইত্যাদি।

স্থানের নাম কেন্দ্রিক:

ক) "ঘটি বাটি মিথ্যে কথা, এই তিন নিয়েই কলকেতা।"
খ) "কালীঘাটের কাঙালি আর দেশ গাঁয়ের কুকুর।"
গ) "চাল চিঁড়ে গুড় তিন নিয়ে মামুদপুর।"
ঘ) "মিথ্যে কথার কি বা জোর, এই নিয়েই ঘর দোর" ইত্যাদি।

সামাজিক ও পারিবারিক চরিত্র কেন্দ্রিক:

ক) "বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান"
খ) "কাক আর কায়েত দুটোই ধূর্ত"
গ) "বামুন বাড়ির ভাত, কপালে দাও হাত।"
ঘ) "মন জানে পাপ, মায়ে চিনে বাপ।" ইত্যাদি

এছাড়াও আরও অজস্র ধাঁধাঁ, প্রবাদ ও লোক-উপাদানের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে মগরাহাট অঞ্চলের নারীর মুখের ভাষায়। অবসর যাপন কিংবা বুদ্ধির পরীক্ষায় কিংবা কখনও কেবল নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্য মেয়েমহলের ব্যবহৃত এই লোক-সম্পদ গুলি বয়ে চলে প্রজন্ম পরম্পরায়। সারাজীবন ধরে নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে এবং বয়স্ক মানুষদের মুখে শুনে শুনেই নারী নিজেই শেখে এসব কথা এবং বহন করে নিয়ে চলে যুগের পর যুগ। আর এভাবেই লুপ্তির পথেও বেঁচে থাকে আঞ্চলিক ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদের মতো লোক উপাদান গুলি।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। আহমেদ, ড. ওয়াকিল. বাংলার লোকসংস্কৃতি. ঢাকা : বাংলা একাডেমী. আশ্বিন ১৩৭২, অক্টোবর ১৯৬৫
২। ঘোষ. বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতি সমাজতত্ত্ব. কলকাতা: সিগনেট বুকশপ

৩। চক্রবর্তী, উদয়কুমার. চক্রবর্তী, নীলিমা. ভাষাবিজ্ঞান. কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. নভেম্বর ২০১৯
৪। চক্রবর্তী, উদয়কুমার. নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ. কলকাতা : ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স. ডিসেম্বর ২০০৬
৫। চক্রবর্তী, উদয়কুমার. বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন. কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. মে ২০১২
৬। চক্রবর্তী, উদয়কুমার. বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ. কলকাতা : এন. চক্রবর্তী আরবিন্দ পাবলিকেশন. ১৫ আগস্ট ১৯৯৮
৭। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার. বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস. কলকাতা : পুস্তক বিপণি. জানুয়ারী ১৯৯৯
৮। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার. বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়. কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স . জানুয়ারী ১৯৬০
৯। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার. লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার. কলকাতা : পুস্তক বিপণি. জানুয়ারী ১৯৫৯
১০। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার. লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে. কলকাতা : বুক ট্রাস্ট
১১। চক্রবর্তী, নীলিমা. বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব. কলকাতা : ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স. নভেম্বর ২০০৬
১২। চক্রবর্তী, বরুণকুমার. বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র. কলকাতা : পুস্তক বিপণি. অক্টোবর ১৯৫৯
১৩। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.). লোককথার সাতকাহন . কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স . সেপ্টেম্বর ২০০০
১৪। চৌধুরী, কমল. চব্বিশ পরগণা উত্তর- দক্ষিণ- সুন্দরবন. কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. জুন ২০১৬
১৫। জানা, শুভেন্দু. সাগরদ্বীপে প্রচলিত ভাষা. কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী. আগস্ট ২০১৮
১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. লোকসাহিত্য. বিশ্বভারতী: ফাল্গুন ১৩৯৯
১৭। ভট্টাচার্য, ড. শ্রীআশুতোষ. বাংলার লোকসংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড : আলোচনা). নয়া দিল্লি : ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া
১৮। ভট্টাচার্য, ড. শ্রীআশুতোষ. বাংলার লোক-সাহিত্য (পঞ্চম খণ্ড :ধাঁধা). কলকাতা
১৯। ভট্টাচার্য, ড. শ্রীআশুতোষ. বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড : আলোচনা). কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস. ১৯৬২
২০। ভট্টাচার্য, ড. শ্রীআশুতোষ. বাংলার লোক-সাহিত্য (ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ). কলকাতা : এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং লিঃ. ১৯৭২
২১। ভট্টাচার্য, ড. শ্রীআশুতোষ. বাংলার লোক-সাহিত্য. কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস. ১৯৬২
২২। সেনগুপ্ত, পল্লব. লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ. কলকাতা : পুস্তক বিপণি

ক্ষেত্রসমীক্ষা :

১। নাম- রীতা ঘোষ, বয়স-৫০, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পদ্মপুকুর, পাড়া- ঘোষ পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২। নাম- কাত্যায়নী ঘোষ, বয়স- ৬৯, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পদ্মপুকুর, পাড়া- ঘোষ পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

৩। নাম- অর্চনা ঘোষ, বয়স-৪৭, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পদ্মপুকুর, পাড়া- ঘোষ পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

৪। নাম- প্রীতি ঘোষ, বয়স- ১৮, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পদ্মপুকুর, পাড়া- ঘোষ পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

৬। নাম- পায়েল সরদার, বয়স-৩৫, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- চাকদা, পাড়া- সরদার পাড়া, ডাকঘর- হাঁসুড়ি, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

৭। নাম- ননীবালা সামন্ত, বয়স-৫৬, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- চাকদা, পাড়া- সামন্ত পাড়া, ডাকঘর- হাঁসুড়ি, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯,বয়স-৫৬।

৮। নাম- পদ্মরানী ধাড়া, বয়স-৪৭, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- চাকদা, পাড়া- ধাড়া পাড়া, ডাকঘর- হাঁসুড়ি, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

৯। নাম- সুভদ্রা হালদার, বয়স- ৭৬, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- চাকদা, পাড়া- সামন্ত পাড়া, পোস্ট- হাঁসুড়ি, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১০। নাম- সুচিত্রা প্রামানিক, বয়স- ৬০, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পদ্মপুকুর, পাড়া- বাগদি পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১১। নাম- অনিলা প্রামানিক, বয়স- ৪৫, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- বেলিয়া, ডাকঘর-রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং ৭৪৩৬০৯।

১২। নাম- সনকা হালদার, বয়স- ৬৯, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- গোপীনাথপুর, পাড়া- হালদার পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১৩। নাম- কাকলি হালদার, বয়স- ৩০, লিঙ্গ- নারী, পেশা-ইট ভাঁটার শ্রমিক, গ্রাম- রঘুনাথপুর, পাড়া- সাউ পাড়া, ডাকঘর-রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১৪। নাম- সঙ্গীতা মণ্ডল, বয়স- ৩৫, লিঙ্গ- নারী, পেশা-ইট ভাঁটার শ্রমিক, গ্রাম- রাজবল্লভপুর, পাড়া- মণ্ডল পাড়া, ডাকঘর- রঙ্গিলাবাদ, থানা- উস্থি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১৫। নাম- যশোদা ধাড়া, বয়স- ৫৪, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- ধামুয়া, ডাকঘর-আলিদা, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং-৭৪৩৬১০।

১৬। নাম- রীনা বারিক, , বয়স- ৩৬, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- ধামুয়া, পাড়া- দাস পাড়া, ডাকঘর- আলিদা, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬১০।

১৭। নাম- কৃষ্ণা রাজ, বয়স- ৪৬, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পরুই, পাড়া- মণ্ডল পাড়া, ডাকঘর- ডোডালিয়া, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১৮। নাম- প্রিয়াঙ্কা রাজ, বয়স- ২৩, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পরুই, পাড়া- মণ্ডল পাড়া, ডাকঘর- ডোডালিয়া, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

১৯। নাম- কুন্তলা রাজ, বয়স- ৭৫, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পরুই, পাড়া- মণ্ডল পাড়া, ডাকঘর- ডোডালিয়া, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২০।নাম- কৃষ্ণা মান্না, বয়স- ৪৪, লিঙ্গ- নারী, পেশা-দোকানের কর্মচারী, গ্রাম- কৃষ্ণপুর, পাড়া- মান্না পাড়া, পোস্ট- ডোডালিয়া, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২১।নাম- দুর্গা মণ্ডল, বয়স- ৩৪, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- রাজাপুর, পাড়া- মণ্ডল পাড়া, ডাকঘর- বেরামারা, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২১) নাম- মনিকুন্তলা মণ্ডল, বয়স- ৬৯, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- রাজাপুর, পাড়া- মণ্ডল পাড়া, ডাকঘর- বেরামারা, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২২। নাম- ননি মণ্ডল, বয়স- ৭৯, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- ডোডালিয়া, ডাকঘর- ডোডালিয়া, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং-৭৪৩৬০৯।

২৩।নাম- মামনি হালদার, বয়স- ৫৪, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- কুলদিয়া, পাড়া- হালদার পাড়া, ডাকঘর- কুলদিয়া, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২৪। নাম- পারমিতা মনি, বয়স- ২৭, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- করামনুরাজ, ডাকঘর-মগরাহাট, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৩৫৫, বয়স- ২৭।

২৫। নাম- বিষ্ণুপ্রিয়া মনি, গ্রাম- করামনুরাজ, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, ডাকঘর-মগরাহাট, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৩৫৫, বয়স- ৪৫।

২৬। নাম- ইস্মতারা খাতুন, বয়স- ৪৫, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- পশ্চিম বেলারিয়া, ডাকঘর- মগরাহাট, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন কোড নং- ৭৪৩৩৫৫।

২৭। নাম- নুরজাহান বিবি, বয়স- ৬৭, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, ,গ্রাম- পশ্চিম বেলারিয়া, ডাকঘর- মগরাহাট, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন কোড নং- ৭৪৩৩৫৫।

২৮। নাম- নার্গিস সুলতানা, বয়স- ২৬, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- উত্তর কলস, ডাকঘর- কলস, থানা- মগরাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।

২৯। নাম- নাজিমা বিবি, বয়স- ৬২, লিঙ্গ- নারী, পেশা-গৃহবধূ, গ্রাম- উত্তর কলস, ডাকঘর- কলস, থানা- মগরাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড নং- ৭৪৩৬০৯।